অস্ট্রেলিয়া থেকে শাহবাগ
এক দাবী এক ডাক
রাজাকার নিপাত যাক

১০ ফেব্রুয়ারি,রোববার। তখন দুপুর দু'টো হবে। আমরা বেশ কয়েকজন তখনও অ্যাশফিল্ড পার্কের সবুজে। সদ্যশেষ হওয়া সিডনি–শাহবাগ সংহতি সমাবেশের উত্তেজনায় সাঁতার কাটছি। হঠাৎ এক তরুণী-মাকে আসতে দেখলাম। প্র্যাম ঠেলছেন। পাশে হাঁটছে ফুটফুটে এক মেয়েশিশু। হাতে তার বাংলাদেশের ছোট্ট একটা পতাকা। অপরিচিত। তাতে কি? আজকে তো 'ব'বলতে সব বাঙালি। ভেবে আমরা খানিকটা এগিয়ে গেলাম।

আমাদের এগিয়ে আসতে দেখে তিনি বললেন,"শেষ হয়ে গ্যাছে, না?ইস,আমরা মিস করলাম।"

কেন জানি না। আনন্দে চোখে জল চলে এলো। অনেক চেষ্টায় সেটা চেপে শিশুটির গাল ছুঁয়ে আদর করলাম। মনে মনে ওকে বললাম,মা রে,আমি,তুই,আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান। কারণ আমরা বাঙালি মায়ের গর্ভে জন্মেছি।

তরুণী মায়ের দিকে তাকাতেই,তিনি হেসে বললেন,"স্যরি ভাই,ট্র্যাক ওয়ার্ক চলছে। আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল।"

বললাম,"কিচ্ছু দেরি হয় নি।" আমরা তাকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলাম। এমনকি মেয়েটিকে নিয়ে 'জয়বাংলা' এবং ক- তে কাদের মোল্লা তুই রাজাকার,তুই রাজাকার ইত্যাদি স্লোগান দিলাম।

সারাজীবনে কখনও কাউকে কোনো গল্প বলতে গিয়ে এত ভালো লাগেনি। সিডনির সংহতি সমাবেশ বা শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের এটাই হচ্ছে আসল অর্জন।

১০ ফেব্রুয়ারী সিডনির অ্যাশফিল্ড শহীদ মিনার এ শাহবাগের সাথে সংহতি পালনটি ছিল স্বত:স্ফুর্ত। সিডনীর বাঙ্গালী সমাজে অভূতপূর্ব। এরপরে সেই সংহতি সমাবেশ ক্রমশ অষ্ট্রেলিয়ার গণজাগরণ মঞ্চ হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে সোচ্চার রয়েছে।

ফেব্রুয়ারীর ২৪ তারিখ সকালে সিডনীর একুশে বইমেলায় প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় মঞ্চ। একুশে একাডেমীর মঞ্চ থেকেও বারবার গণজাগরণ মঞ্চের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করা হয়েছে সেদিন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে নাটক 'ট্রাইব্যুনালে ট্রাবল' মঞ্চস্থ হওয়ার সময় দশর্করা জয় বাংলা স্লোগান ধরে,রাজাকারের ফাঁসি দাবি করে। সেদিন সারাদিনই মিছিলে, শ্লোগানে, কবিতায়, গানে সমবেত হাজার নারী - পুরুষ - শিশু রাজাকারদের বিচারের দাবী তুলেছে।

মার্চের ১৭ তারিখ সিডনীর প্রাণকেন্দ্র মার্টিন প্লেস এ বিশাল গণজমায়েত থেকে গণসাক্ষর কর্মসূচীর সূচনা হয়। সভা শেষে শপথ পাঠ করা হয়।

২৪ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, মেলবর্ণ অ্যাডিলেড আর পার্থের স্টেট পার্লামেন্টের সামনে মানব-বন্ধন কর্মসুচী পালন করা হয়। এর মাঝে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ফোরামের দুটি আয়োজনের সাথেও মঞ্চ সংহতি প্রকাশ করে। জামাত - বিএনপির পরিকল্পিত সাম্প্রাদায়িক হামলার নিন্দা জানানো হয় মঞ্চ থেকে।

এরপর ২৮ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার গণজাগরণ মঞ্চের কর্মীরা দেশটির প্রভাবশালী মন্ত্রী টনি বুর্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ সাক্ষাতে মন্ত্রীকে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলমান বিচারের বিরুদ্ধে জামায়াত-শিবিরের তাণ্ডব সম্পর্কে অবহিত করেন।অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় স্থায়িত্ব,পরিবেশ,জনসংখ্যা বিষয়ক মন্ত্রী টনি বুর্ক এমপি গণজাগরণ মঞ্চের কথা মনোযোগ দিয়েন শোনেন। টনি বুর্ক একাত্তরে সংঘটিত গণহত্যা, নারী ধর্ষণসহ মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত যাবতীয় অপরাধের বিপক্ষে অত্যন্ত জোরালো অবস্থান ব্যক্ত করেন। যুদ্ধাপরাধের বিচারের

প্রতি অস্ট্রেলিয়ার নৈতিক সমর্থন রয়েছে বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।

২০ এপ্রিল সিডনির অলিম্পিক পার্ক এ আয়োজিত বৈশাখীমেলাতে, যা কিনা দক্ষিন গোলার্ধে বাঙ্গালীদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ, সেখানে গণজাগরণ মঞ্চ দিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করে। গণসাক্ষর সংগ্রহ কর্মসুচীও অব্যাহত থাকে। আগামী সপ্তাহে সমস্ত সাক্ষর সহ স্মারকলিপি পেশ করা হবে অস্ট্রেলিয়ার সংসদের স্পীকারের কাছে।

আগামী মাস জুড়ে থাকবে স্থানীয় গণমাধ্যমের জন্য প্রদর্শনী এবং তথ্য উপস্থাপন।

গণজাগরণ মঞ্চ অষ্ট্রেলিয়া অত্যন্ত সাফেল্যের সাথে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে এক ছাতার নীচে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। গণজাগরণ মঞ্চ অষ্ট্রেলিয়া শাহবাগ থেকে উচ্চারিত সবগুলো দাবীর সাথে একমত এবং সব শক্তি নিয়ে পাশে আছে। আমাদের সর্বশেষ আপডেট পেতে ভিজিট করুণ www.facebook.com/gonojagoron.australia

জয় বাংলা । জয় তারুণ্য ।।

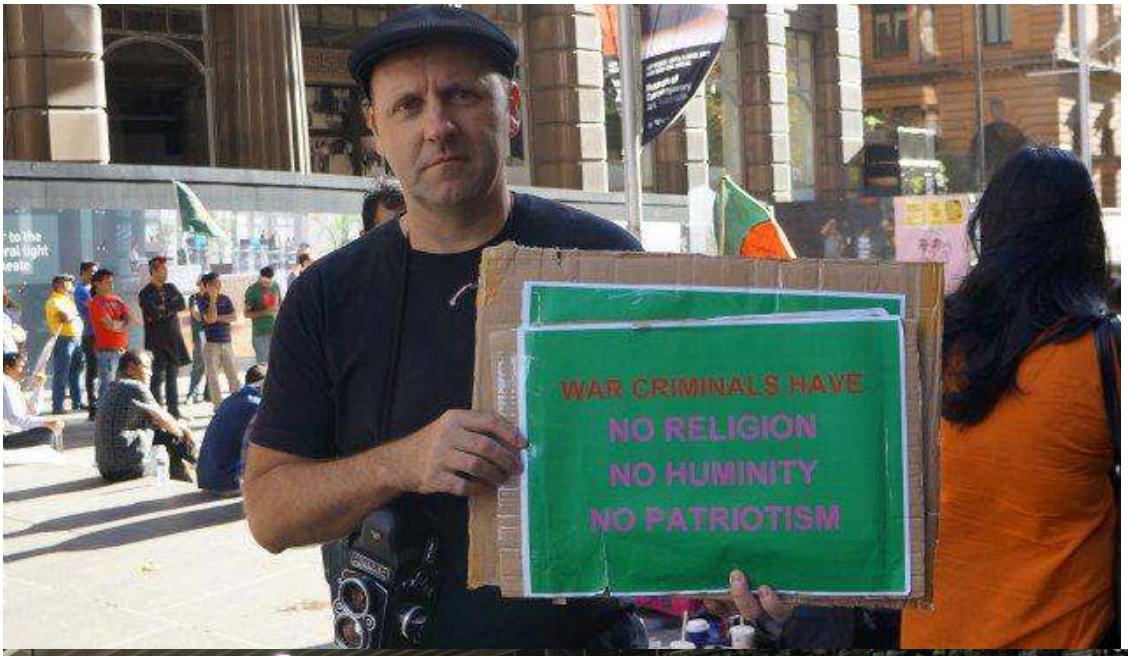
WAR CRIMINALS HAVE
NO RELIGION
NO HUMINITY
NO PATRIOTISM

SALUTE OF SHAHBAG WE ARE WITH YOU
MEL ODY
JUSTICE FOR INNOCENT-ME WOMEN AND CHILDRENCE BANGLADES IN-1971
GONOJAGORON MONCHO AUSTRALIA

SALUTE OF SHAHBAG WE ARE WITH YOU Sydney Australia
MEL ODY
JUSTICE FOR INNOCENT-MEN

1971
RAPING AND LOOTING MINORITIES, SETTING FIRE TO TEMPLES
1971
BANGLADESH

আমাদের
রাজাকারদের
ঠাঁই
নাই

পক্ষ নিলে
রক্ষা নাই
Appeal to
International
Civil Society
DON'T LET DOWN THE
VICTIMS OF
BANGLADESH GENOCIDE
3 million killed, 200000 raped and tortured
CAN'T THEY GET